ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৪৮৪৮
আগরতলা, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

৩৪তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা সমাপ্ত
রাজ্যে এখন শিল্প স্থাপনের জন্য অনুকূল পরিবেশ রয়েছে ঃ প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যে এখন শিল্প স্থাপনের জন্য অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হচ্ছে। নতুন শিল্প স্থাপনে সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এতে রাজ্য ও বর্হিরাজ্যের শিল্পদ্যোগীরা এগিয়ে আসছেন। গতকাল হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে ৩৪তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন। এবছর শিল্প ও বাণিজ্য মেলার থিম ছিলো প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন। উল্লেখ্য, গত ২৫ জানুয়ারি ৩৪তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন হয়। মেলায় ৫৩৪টি স্টল ছিল। এরমধ্যে ৮৩টি সরকারি ও সরকার অধিকৃত স্টল, ৪৪টি আন্তর্জাতিক স্টল, ১৩০টি বর্হিরাজ্যের এবং ২৭৯টি স্থানীয় উদ্যোগীদের স্টল।

অনুষ্ঠানে প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, বিগত সরকারের সময় রাজ্যে শিল্প স্থাপনের পরিবেশ প্রায় ছিল না। বর্তমানে এ অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রাজ্যে পর্যাপ্ত পরিমানে বাঁশ, রাবার, চা, আগর কাঠ, গ্যাসের মতো প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। রয়েছে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ। এগুলিকে ভিত্তি করেও রাজ্যের উদ্যমী বেকার যুবক-যুবতীগণ নতুন নতুন শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসছেন। তিনি বলেন, শুধু সরকারি চাকুরির মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। বেকারদের বিকল্প কর্মসংস্থানে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড একটি ভিশন নিয়েছে। এজন্য ১ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে 'অষ্টলক্ষ্মী' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এই অঞ্চলের বিকাশে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাতে সাফল্যও আসছে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির ভাষণে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদকে ভিত্তি করে ছোট ছোট শিল্প কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য যুবক-যুবতীদের আত্মনির্ভর করে তোলা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর রাজ্যে শিল্প স্থাপনে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা স্বপ্না দেবনাথ, ওএসডি বিনয় ভূষণ দাস, বিএসএফ'র ডিআইজি রাজেশ কুমার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ৩৪তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলার লোগো'র শিল্পী সাগর দাসকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তার হাতে শংসাপত্র ও ১০ হাজার চেক তুলে দেন।

শিল্প ও বাণিজ্য মেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ৮ জেলার ৮টি শিল্প উদ্যোগী সংস্থাকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ভাইব্রেন্ট ইউনিট অ্যাওয়ার্ড-২০২৪ প্রদান করা হয়। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আই লগিট্রন টেকনোলজিস এবং টক ইংলিশ অনলাইন লার্নিং সলিউশনের জন্য আউটস্ট্যান্ডিং আইটি স্টার্ট আপ অ্যাওয়ার্ড-২০২৪, সিপাহীজলা জেলার জয়রাম হ্যান্ডিক্রাফটস এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অ্যাকুয়ালিন বিভারেজের জন্য আউটস্ট্যান্ডিং ওমেন এন্টারপ্রেনার অ্যাওয়ার্ড-২০২৪, উত্তর ত্রিপুরা জেলার মামন এন্ট্রারপ্রাইজ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জি কিউবস্টিকস প্রাইভেট লিমিটেড এবং ঊনকোটি জেলার মনুভ্যালি টি এস্টেটকে আউটস্ট্যান্ডিং এন্টারপ্রেনার অব দ্য স্টেট অ্যাওয়ার্ড-২০২৪ প্রদান করা হয়। প্রত্যেককে দেওয়া হয় শংসাপত্র, ট্রফি ও ১০ হাজার টাকার চেক। এছাড়া বেসরকারি বিভাগে অন্নদা স্পাইসেস ইন্ডাস্ট্রি এবং সরকারি বিভাগে জাইকা ও বিএসএফ বাহিনীকে স্টল ডিসপ্লে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। তাদের দেওয়া হয় ট্রফি ও শংসাপত্র। অতিথিগণ তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

****